দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 30 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ... ১ ...

প্রশাসনে সম্ভাব্য রদবদল নিয়ে জল্পনা-কল্পনা

ডিসেম্বরের মধ্যে ১০ সচিবের বিদায়

■ শ্যামল সরকার

সময় যত গড়াচ্ছে প্রশাসনে শীর্ষ পদে রদবদল নিয়ে এক ধরনের স্নায়ুচাপ বাড়ছে। সঙ্গে পদোন্নতি ঘিরেও চলছে চাপা উত্তেজনা। কে বড় পদে যেতে পারবেন আর কার পদোন্নতির ভাগ্য প্রসন্ন হবে সেসব নিয়েই চলছে জল্পনা-কল্পনা। পদোন্নতির ক্ষেত্রে ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বাধীন সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের। অবশ্য রদবদলের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মতামত প্রদান করে থাকে। তবে শীর্ষ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর বিবেচনাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তারপরও পদ ও পদোন্নতি প্রত্যাশীরা নানা জায়গায় ইতিমধ্যে লবিং শুরু করেছেন।

আগামী ডিসেম্বর মাসের গোড়াতেই প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদের চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। ওই মাসের মধ্যেই অর্থ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ অন্তত ১০ মন্ত্রণালয়ের সচিবের অবসরে যাওয়ার কথা। যে কোনো একটি পদে যদি চাকরির মেয়াদ না বাড়িয়ে নতুন কাউকে সেখানে দেয়া হয়, তবে তার প্রতিক্রিয়ায় বেশ কিছু মন্ত্রণালয়ে রদবদল হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে বাণিজ্য, স্বরাষ্ট্র, জনপ্রশাসনে পরিবর্তন আসতে পারে। অন্য কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সচিবের পদেও রদবদল আনা হবে প্রশাসনিক কারণে।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সচিব এম এন সিদ্দিক গত ১২ অক্টোবর অবসরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার চাকরির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ পদে সীমিতভাবে চাকরির মেয়াদ বাড়ানোতে প্রতিক্রিয়া পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

প্রশাসনে সম্ভাব্য

২০ পৃষ্ঠার পর

না হলেও সর্বস্তরে কার্যত গণহারে মেয়াদ বাড়ানোর ঘটনায় প্রশাসনে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া রয়েছে। কারণ একজনের চাকরির মেয়াদ বাড়লে নিচের অন্তত ৫ জন কর্মকর্তার পদোন্নতি বন্ধ থাকে স্বাভাবিক নিয়মে। ৮৪ ও ৮৫ ব্যাচের কর্মকর্তারা এখন সচিব পদের যোগ্যতা অর্জন করলেও পদের অভাবে তাদের সে সুযোগ দেয়া যাচ্ছে না। ফলে এসব ব্যাচের কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। তাদের অনেকেই খোলাখুলিভাবে সকল পদে চাকরির মেয়াদ বাড়ানোর বিপক্ষে জনমত গঠন করছেন। তবে তারা এ-ও বলছেন যাদের পক্ষে জোরালো পছন্দ ও খুঁটি আছে তারাই চাকরির মেয়াদ বাড়াতে পারছেন। আর যাদের তা নেই তারা যতই যোগ্যতাসম্পন্ন কিংবা আদর্শিকভাবে সরকারের সমর্থক হোক না কেন তাদের কপালে সিকে ছিড়ছে না। এটি অবশ্য চাকরির মেয়াদ বাড়ানোর ক্ষেত্রেই নয়-পদোন্নতি কিংবা ভাল পদে নিয়োগ পাওয়ার ক্ষেত্রেও ঘটছে।

সমাজ কল্যাণ সচিব চৌধুরী বাবুল হাসানের ১৪ অক্টোবর মেয়াদ শেষ হলে সেখানে ৮৪ ব্যাচের জিল্লার রহমানকে নতুন সচিব করা হয়েছে। স্বাস্থ্যের মঞ্জুরুল ইসলামের চুক্তির মেয়াদ শেষে সেখানে নির্বাচন কমিশন থেকে সিরাজুল ইসলামকে আনা হয়েছে। এ ছাড়া পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য আব্দুল মান্নান ২ নভেম্বর, বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মনোয়ারুল ইসলাম ১৪ ডিসেম্বর, তথ্য সচিব মোর্তজা আহমেদ ২২ ডিসেম্বর, পরিকল্পনা বিভাগের সচিব তরিকুল ইসলাম ২৬ ডিসেম্বর, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য খোরশেদ আলম চৌধুরী ৩০ ডিসেম্বর, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এম বদরুদ্দোজা ৩০ ডিসেম্বর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী ৩০ ডিসেম্বর, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুল হান্নান ৩১ ডিসেম্বর, পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এম কাদের সরকার ৩১ ডিসেম্বর এবং বিমান সচিব ফারুক হোসেন ডিসেম্বরে স্বাভাবিক অবসরে যাবেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সরকারের বর্তমান সিদ্ধান্ত বহাল থাকলে চুক্তির আকার সীমিত হবে। সেক্ষেত্রে অনেক পদেই বর্তমানদের আর দেখা যাবে না। তখন নতুনদের এসব পদে সচিব করে আনা হবে। ১৯৮৬ সালে যোগ দেয়া (১৯৮৫ ব্যাচ) কর্মকর্তাদের বড় অংশ অতিরিক্ত সচিব হিসেবে চাকরিরত আছেন। তারা আগামী জানুয়ারিতে সচিব পদে আসীন হতে চেষ্টা চালাচ্ছেন। যদিও ১৯৮২, ১৯৮৩, ১৯৮৪ ব্যাচের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তাও অতিরিক্ত সচিব পদে কর্মরত কিংবা ওএসডি হয়ে আছেন। অবশ্য পদোন্নতির গ্যাড়াকলে তাদের অনেককেই জ্যেষ্ঠতা হারাতে হয়েছে।

তবে সবকিছু ছাপিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের পদটি ঘিরে প্রশাসনে গুজবের পাহাড় গড়ে উঠেছে। জ্যেষ্ঠ থেকে কনিষ্ঠ সকলের মধ্যেই এ পদে নতুন কেউ আসছেন কি না তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলছে। তবে শেষ পর্যন্ত যদি আবুল কালাম আজাদ না থাকেন বা থেকে যান তবে প্রশাসন জুড়ে বড় মেরুকরণ হবে।

জানতে চাইলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, রদবদল রুটিন কাজ। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনায় জনস্বার্থে কিছু রদবদল করতে হয়। কিছু মন্ত্রণালয়ে সচিবদের সঙ্গে মন্ত্রীদের বোঝাপড়ার অভাব থাকতে পারে। এটি নানা কারণে হয়ে থাকতে পারে। প্রশাসনিকভাবে প্রয়োজনে তাদেরকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হবে।

এদিকে প্রশাসনে তিন স্তরে পদোন্নতি হচ্ছে বলে জানা গেছে। সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (এসএসবি) দফায় দফায় বৈঠক করছে। সূত্র মতে, পদোন্নতি কারা পাচ্ছেন সেটি মোটামুটি ঠিকঠাক। এখন উপসচিব, যুগ্ম সচিব ও অতিরিক্ত সচিব কোন পর্যায়ে কতজনকে দেওয়া হবে সেটির হিসাব চলছে। কারণ প্রকৃতপক্ষে কোনো পদেই পদোন্নতির জন্য শূন্য পদ নেই। তবে দীর্ঘদিন যারা একই পদে চাকরি করছেন ঊর্ধ্বতন পদে পদোন্নতি পাওয়া তাদের অধিকার। এসএসবি সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা বলেন, 'অকারণে কাউকে বঞ্চিত করার কোনো ইচ্ছা সরকারের নেই। তাই এসএসবিও অকারণে কাউকে সুপারিশ করা থেকে বিরত থাকবে।'

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এবার সিনিয়র সহকারী সচিব থেকে উপসচিব করার জন্য ৮৫০ জনের নামের তালিকা করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যান্য ক্যাডারের ৩০০ জন কর্মকর্তা আছেন। ২১তম ও ২২তম ব্যাচের ৪৫০ জনও রয়েছেন পদোন্নতির জন্য বিবেচনার তালিকায়।

উপসচিব থেকে যুগ্ম সচিব করার জন্য ৫২৫ জনের তালিকা করা হয়েছে। এর মধ্যে নতুনভাবে পদোন্নতির তালিকায় বিবেচনায় আনা ১১তম ব্যাচের ১৫০ জন এবং অন্যান্য ক্যাডারের ১৫০ জন রয়েছেন।

যুগ্ম সচিব থেকে অতিরিক্ত সচিব পদে বিবেচনার জন্য ৫০০ জনের তালিকা করা হয়েছে। নতুনভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে ১৯৮৬ সালে চাকরিতে যোগ দেওয়া কর্মকর্তাদের। এতে ১৪০ জন নতুনভাবে বিবেচনার সুযোগ পাবেন। তবে পদোন্নতি কতজন পাবেন তার ঠিক নেই।

প্রসঙ্গত পদোন্নতির বিবেচনায় আনা প্রতিটি স্তরেই জ্যেষ্ঠ ব্যাচের কর্মকর্তারা আছেন। সিনিয়র সহকারী সচিব, উপসচিব ও যুগ্ম সচিব পদে এখনো ১৯৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫ ব্যাচের কর্মকর্তারা আছেন। যারা বিভিন্ন সময় বঞ্চিত হয়ে পদোন্নতি পাননি। ফলে তাদের কনিষ্ঠরা ঊর্ধ্বতন পদে উঠে গেছেন। এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি নিয়েই চলছে প্রশাসন।